

e-সংযোগ

কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দিরের একটি উদ্যোগ

৮ই আগস্ট , দ্বিতীয় সংখ্যা



প্রধান শিক্ষিকার বক্তব্য

পরিস্থিতির সাপেক্ষে নিয়মের পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। করোনা অতিমারীর পূর্বে, বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের মোবাইল নিয়ে আসা নিষেধ ছিল। তা সত্ত্বেও যদি কোনো ছাত্রী মোবাইল ফোন নিয়ে আসতো, শিক্ষিকারা তাদের শাসন করতেন। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয়ে শিক্ষিকারাই ছাত্রীদের অভিভাবক, তাঁদের অপার স্নেহ থেকেই শাসনেরও অধিকার। সন্তানসম্মা ছাত্রীরা যাতে কোনো ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না পারে, তাদের জীবন সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত না হয়, সে কারণেই এই ব্যবস্থা।

কিন্তু বর্তমানে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অর্থাৎ বিদ্যালয় বন্ধ থাকায়, অনলাইনেই শিক্ষিকাদের পাঠদান করতে হচ্ছে। এছাড়া ছাত্রীদের মন ভালো রাখতে এবং সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বিদ্যালয়ের সকলের প্রচেষ্টায় তৈরি নিউজলেটারও তাদের মোবাইল ফোনেই পাঠাতে হচ্ছে। সে কারণেই এটির নামকরণও করা হয়েছে 'e-সংযোগ'।

সচেতন ভাবে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ হিসেবে মোবাইলের গুরুত্বপূর্ণ উপযোগিতার দিকটি ছাত্রীদের কাজে লাগাতে হবে। তবুও দুঃখের বিষয় হলো, খুব অল্প সংখ্যক হলেও, কিছু ছাত্রী অনলাইনে পাঠ্যগ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে না। বেশিসংখ্যক ছাত্রীর এই 'e-সংযোগ' খুব ভালো লেগেছে, তাই আমাদের প্রচেষ্টা সফল।

বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলের ও অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষী, গুণীজনদের সহায়তায় 'e-সংযোগের' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। এই সংখ্যায় নতুন একটি সংযোজন 'নিজে করি' ছাত্রীদের জন্য অত্যন্ত ভালো ও উপযোগী একটি বিষয়। এছাড়া এই সংখ্যায় আমরা অতিথি লেখক হিসাবে পেয়েছি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, অধ্যাপক ও সমাজসেবী মাননীয় শ্রী মোহনলাল ঘোষ মহাশয়কে। 'ভেষজ উদ্ভিদ' বিষয়ে তাঁর লেখা থেকে ছাত্রীরা উপকৃত হবে। এছাড়া আগস্ট সংখ্যা থেকে 'e-সংযোগে' ছাত্রীদের অংশগ্রহণের বিষয়ে বিশেষ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে ছাত্রীদের চিন্তাশক্তি ও লেখার গুণের বিকাশ ঘটবে। এই ভয়ংকর অতিমারীতে আমাদের ছাত্রীরা, হতাশা ও অবসাদকে হারিয়ে, নতুন সৃষ্টির আনন্দে থাকবে এবং 'e-সংযোগের' উদ্দেশ্য সফল হবে।

এই সংখ্যায়

সামনে জীবন : তৈরী হও

করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই খুলে যাবে স্কুল, শুরু হবে পরীক্ষার প্রস্তুতি। তোমাদের মধ্যে অনেকেরই ভীতি রয়েছে ইংরাজী বিষয়টিকে নিয়ে। তাই এবারের সংখ্যায় তোমাদের জন্য রইল ইংরাজীর প্রস্তুতি লিখেছেন শিক্ষিকা সুকন্যা ঘোষা।

জেগে থাক মানবতা

এবারে এই কলামে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু মানবিকতার উদাহরণ তোমাদের সামনে তুলে ধরেছেন শিক্ষিকা নমিতা কুণ্ডু।

ডাক্তারবাবুর পরামর্শ

করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে চোখের মত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই অতিমারী পরিস্থিতিতে কিভাবে যত্ন নেবে নিজের চোখেরা জেনে নাও এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ও চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অঞ্জনা সিংহরায়ের থেকে।

আয়ুর্বেদ

প্রকৃতি-ই একসময় ছিল মানুষের আরাধ্য দেবী। রোগ নিরাময়ের ঔষধি আসত প্রকৃতির কোল থেকেই যাকে আমরা আয়ুর্বেদ বলে জানি। সময়ের সাথে সাথে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার পরিবর্তন, বর্তমান পরিস্থিতিতে তার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তোমাদের জন্য এবারের সংখ্যায় লিখছেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও গবেষক ডঃ মোহনলাল ঘোষা।

সৌরজগৎ

এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর বাইরে যে অপার মহাবিশ্ব রয়েছে তাকে নিয়ে আমাদের কৌতূহলের শেষ নেই। তাই তো রাতের আকাশ আমাদের এত টানো গ্রহ, নক্ষত্রের সম্পর্কে পুঁথিগত বিদ্যার বাইরেও জানার আছে অনেক কিছু। এই সংখ্যায় বৃহস্পতি গ্রহ নিয়ে অনেক অজানা তথ্য সাজিয়ে দিয়েছেন শিক্ষিকা মহাশ্বেতা দত্ত।

ভারত দর্শন

পুণ্যাশ্রম এই ভারতভূমি। এর আনাচে কানাচে লুকিয়ে রয়েছে কত রহস্য। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে পৌরাণিক গল্পগাথা। এবারের সংখ্যায় শিক্ষিকা কৃষ্ণা সিং সর্দারের হাত ধরে চলো মানস ভ্রমণে চলে যাই দুর্গম অমরনাথ গুহায়। তাঁর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক আমাদের ভ্রমণের বুলি।

বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও পরশ পাথর

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ভারতীয় বা ভারতীয় বংশদ্ভূতরা বারবার দেশের মুখ উজ্জ্বল করে তুলছেন। সেরকমই কিছু নজির এবার এই কলামে তুলে ধরেছেন প্রধান শিক্ষিকা রুপা ঘোষা। সাথে রয়েছে মনীষীদের উক্তি সমেত পরশ পাথর।

শরীরচর্চা

সূর্য প্রণাম একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ যোগাভ্যাস। দশটি ধাপে সম্পূর্ণ হয় পুরো প্রক্রিয়াটি। এই ব্যায়ামের সবকটি ধাপ এবার তোমাদের সহজ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন শিক্ষিকা অনিতা ঘোষা।

খেলাধুলো

গত একমাসে খেলাধুলো জগতে ঘটে গেছে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ফুটবল, টেনিস ছাড়াও এই অতিমারী পরিস্থিতির জন্য জাপানের টোকিওতে নির্ধারিত সময়ের একবছর পর বসেছে অলিম্পিকের আসর। জানার জন্য চোখ রাখো খেলাধুলোর পাতায়।

কেরিয়ার গাইড

এই সংখ্যায় মনোবিদ্যা বা Psychology নিয়ে পড়ার পর কাজের সুযোগ নিয়ে আলোচনা করেছেন শিক্ষিকা জয়ন্তী গায়ের।

নিজে করি

এই নতুন বিভাগে তোমরা নিজের হাতে বানাতে শিখবে অনেক কিছু। এই সংখ্যায় শিক্ষিকা বর্ণালী মিত্র তোমাদের দেখিয়েছেন কিভাবে বানাতে মাস্ক যেটি করোনা অতিমারীতে অত্যাবশ্যিকীয় সামগ্রী।

নিয়মিত বিভাগ

কমিক্স : দিদার গল্প - শিক্ষিকা কুমকুম নাইয়া।

শব্দজব্দ - শিক্ষিকা মণিদীপা চ্যাটার্জী

ওলটপালট - ইভানা মুখার্জী

মারপ্যাঁচ

কুইজ

নতুন বিভাগ

ট্যানগ্রাম

সামনে জীবন : তৈরী হও

ইংরাজী

জাতীয় পাঠ্যক্রম অনুযায়ী মাতৃভাষার পাশাপাশি দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি আমাদের সিলেবাসে স্থান পায়। এটা বিদেশী ভাষা তাই আমরা বই, খাতা, কলমের মাধ্যমেই এর সাথে পরিচিত হই। তবে মাতৃভাষা ব্যতীত আর একটি ভাষা যা আমাদের কষ্ট করে শিখতে হয় না - সেটি হলো হিন্দী, আমাদের মধ্যে খুব কম জনই আছে যারা হিন্দী বুঝতে বা অল্প হিন্দী বলতে পারি না।

এবারে প্রশ্ন হলো এটা আমাদের মাতৃভাষা নয়, তাহলে আমরা এটা শিখি কেমন করে?

উত্তরটা হলো দূরদর্শন আর সেইসব কার্টুন যা আমরা ছোটো থেকেই দেখতে থাকি। আমাদের অজান্তেই কখন আমরা এই ভাষাটা আয়ত্ত্ব করে ফেলি।

এই উপায়ে আমরা কি কিছুটা ইংরাজি শিখতে পারি না?

যেকোনো ভাষা শিক্ষার চারটি ধাপ- শোনা, বলা, পড়া, লেখা। মাতৃভাষা আমরা শুনে শিখি, বলে অভ্যাস করি, তারপর পড়তে শিখি আর সবশেষে লিখি। কিন্তু ইংরাজি শেখার ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ উল্টো নিয়ম অনুসরণ করি।

প্রাথমিক স্তর অর্থাৎ ছয় থেকে দশ বছর কোনো ভাষা শিক্ষার আদর্শ সময়। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে এই ভাষা আরও ভালোভাবে আয়ত্ত্ব করে মাধ্যমিক স্তরে তা পূর্ণ রূপ পায়। আর এই সময় কোনো শিশু যে সব অনুষ্ঠান দেখে বা শোনে সেগুলি তার মন ও মস্তিষ্কে স্থায়ী ছাপ রেখে যায়।

এখন আমাদের আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলা হয়, কারণ বাধ্য হয়ে শেখার থেকে তার প্রভাব অনেক ব্যাপক ও স্থায়ী হয়। তাই অবসর বিনোদনের জন্য ব্যবহৃত প্রিয় কার্টুন ও গল্পগুলি ইংরাজিতে দেখলে অনেক কম সময়ে স্থায়ী ফল পাওয়া যেতে পারে। এতে ভাষার সম্বন্ধে ধারণা তৈরি হয়, শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়, বাক্যবিন্যাসের ধারণা তৈরি হয়, ভাষার উপর দখল তৈরি হয় আর পরবর্তী সময়ে প্রাপ্ত নম্বরেও তার প্রতিফলন দেখা যায়।

এবার একটু পড়াশোনার কথায় আসা যাক। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে আমাদের মূলতঃ শিখতে হয় Tense, Parts of Speech, Use of article and Preposition, Punctuation marks, Subject verb agreement, বিভিন্ন ধরনের Sentence, এককথায় বলতে গেলে নির্ভুলভাবে Sentence লেখার ট্রেনিং এখান থেকেই শুরু হয় যা আমাদের বরাবর কাজে লাগে। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে জটিল গ্রামার যেমন - Voice, Narration, Clause ইত্যাদি শেখা শুরু হয়। আর পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত আমরা যা শিখি তার ওপর ভিত্তি করেই হয় মাধ্যমিক পরীক্ষা।

মাধ্যমিকে ইংরাজীর চারটি ভাগ : Seen Passage, Unseen Passage, Grammar, Writing. Seen Passage পাঠ্যবই থেকে দেওয়া হয় তাই আমাদের জানা। তবু প্রশ্নগুলো খুব ভালো করে দেখে নিয়ে তবেই উত্তর করতে হয়।

সবচেয়ে অবহেলিত অংশ হলো Unseen Passage. এর practice করার সুযোগ আমাদের হয় না বললেই চলে। তাই এর ক্ষেত্রে সহজ উপায় হলো আমাদের seen passage প্রথমবার পড়ার সময় সহায়িকার সাহায্য না নিয়ে রিডিং পরে মানে বোঝার আর অ্যাক্টিভিটির প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা। এতে unseen passage প্র্যাকটিসের কাজ হবে। পরীক্ষার হলে আমাদের সময়ের খুব অভাব। Unseen passage করার সময় আমাদের উচিত আগে প্রশ্নগুলো পড়ে নিয়ে তারপর passage পড়া। এতে সময়ের সাশ্রয় হয় আর প্রথমবার পড়ার সময়েই উত্তরগুলো আমাদের চোখে পড়ে।

গ্রামারের জন্য বরাদ্দ কুড়ি নম্বর যার মধ্যে আছে Tense, Article Preposition, Phrasal verb, Do as directed আর Vocabulary. Grammar এর জন্য একটাই নিয়ম - বারবার practice। Phrasal verb বসানোর সময় Tense বুঝে ফর্ম পরিবর্তন করে বসাতে হবে। Vocabulary তে আছে আট নম্বর তাই unseen passage পড়ার আগে vocabulary তে কি প্রশ্ন এসেছে দেখে নিতে হবে।

Writing এর ত্রিশ নম্বরের মধ্যে আছে Paragraph, Letter, Story, Processing, Report, Notice, Dialogue Diary Writing। এখানে কমন পাবার আশা না করাই ভাল কারণ প্রশ্নের মধ্যে Hints দেওয়া থাকে যার ওপর ভিত্তি করেই লেখা সম্পূর্ণ করতে হয়। তাই অবসর সময়ে কিছু কিছু লেখা অভ্যাস করলে লেখার হাত খুলে যায়।

মাধ্যমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে প্রবেশ করলে অন্য সব বিষয়ের মত ইংরেজির সিলেবাসের ধরনেও ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই প্রথমবার আমরা ইংরাজি সাহিত্যের বিভিন্ন ক্লাসিক ও সমসাময়িক কবি সাহিত্যিকদের সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হই, বিভিন্ন কাব্যরীতি, ছন্দ, অলঙ্কার সম্বন্ধে ধারণা লাভ করি। প্রশ্নের ধরনও বদলে যায়। সংক্ষিপ্ত ও রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্য পাঠ্যবিষয় ভালোভাবে পড়ে তার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে হবে, লেখার অভ্যাস তৈরি করতে হবে। লেখাকে সমৃদ্ধ করার জন্য সহায়িকার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

যেহেতু উচ্চমাধ্যমিক স্তরে Textual Grammar থাকে তাই ধরে নেওয়া হয় পরীক্ষার্থীরা শুধুমাত্র নির্ভুল গ্রামারই লিখবে না, তাদের লেখা সঠিক ভাবে সাজানো থাকবে ও সঠিক অর্থ প্রকাশ করবে। এখানে ভুল সংশোধন থাকে যা বই ভালো করে পড়লে সহজেই করা যায়।

Writing section এ থাকে Précis, School report আর Official letter, যা পরবর্তী সময়ে আমাদের কাজে লাগে।

তবে মনে রাখতে হবে যে আমাদের জন্য নির্ধারিত ইংরাজি সিলেবাস হল ইংরাজি ভাষা, ইংরাজি সাহিত্য নয়। তাই সাহিত্যধর্মী লেখা সকলের মনোগ্রাহী হলেও প্রথমে সেটা ব্যাকরণগতভাবে নির্ভুল হতে হবে। লেখা যতই ভালো হোক না কেন গ্রামার বা বাক্যবিন্যাসে ভুল থাকলে আশানুরূপ নম্বর পাওয়া যাবে না।

জেগে থাক মানবতা



নমিতা কুণ্ডু, সহ শিক্ষিকা

"অদ্বুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ",

তবু হঠাৎ খবরের পাতায় চোখে পড়ল গোবরডাঙ্গার রোমিও নাথ সুদূর তুরস্ক থেকে চারটি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর পাঠিয়েছেন। উদ্দেশ্য দেশব্যাপী অক্সিজেনের চাহিদায় সংকটাপন্ন মুমূর্ষু মানুষকে প্রাণবায়ুর যোগান দেবার আপ্রাণ চেষ্টা। মনে হল চারিদিকে স্বার্থান্ধতার নিকষ অন্ধকারেও মানবতার প্রদীপ জ্বলে।

আসলে অন্ধকার রাতের শেষেই নতুন সূর্যোদয়ের সম্ভবনা উঁকি মারে। তাই যখন সামাজিক অবক্ষয়ে জর্জরিত আমাদের চারিপাশ, তখনই সাধারণ এক টোটো চালক দেখালো মানবতার আসল স্বরূপ কেমন হওয়া উচিত। করোনা আক্রান্ত এক গৃহবধু যখন তার প্রতিবেশী এবং পরিবারের কাছে ব্রাত্য, তখন সেই সাধারণ টোটো চালকটি ওই গৃহবধুকে শ্রীরামপুর কোভিড হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছে এবং যা যা দরকার তার ব্যবস্থা নিয়েছে। ছোটবেলায় দেখেছিলাম এক দরিদ্র মহিলা তাঁর নাকছাবিটি খুলে দান করেছিলেন সমাজকল্যাণে। এটাই তো মানবতা।

যে অতিমারীর আঘাতে আমরা বিপর্যস্ত, সেই অতিমারী যেমন মানুষে মানুষে দূরত্ব তৈরী করেছে, তেমনি কাছে এনেছেও বহু মানুষকে। টাটা কোম্পানির কর্ণধার রতন টাটা যখন দেশের করোনা পরিস্থিতি দেশবাসীর জন্য 1500 কোটি টাকা দান করলেন তখন ধনী দরিদ্রের শ্রেণীবৈষম্য যেন নিমেষে ঘুঁচে গেল। মনেহল এরাই তো আপনার জন। এমন আরো কত উদাহরণ প্রতিদিন চোখে পড়ে আমাদের চারিপাশে। কত নিরল্প অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের বাঁচার স্বপ্ন দেখাচ্ছে কল্যাণকামী মানুষেরাই।

e-সংযোগের আগস্ট সংখ্যায় বেঁচে থাক মানবতা কলমের জন্য লিখতে বসে মনেহল, আমার আজকের কচি-কাঁচা ছত্রীরাই তো ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় মানুষ। তাই তাদের কাছে মানবতার টুকরো দু-একটা নমুনা তুলে ধরে এই বার্তা পৌঁছানোর চেষ্টা করলাম যে মানুষকে ভালোবাসো। তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ, তাই We need your help. মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে মাথা উঁচু করে জেগে থাকো তোমরা।



ডাক্তারবাবুর পরামর্শ

ডাঃ অঞ্জনা সিংহরায়

চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ও বিদ্যালয়ের
প্রাক্তনী

করোনা অতিমারির আবহে চোখের যত্ন

করোনা অতিমারির বিষাক্ত থাবা প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউয়ের মাধ্যমে কেড়ে নিয়েছে বহু অমূল্য প্রাণ। পৃথিবীব্যাপী অর্থনীতির ভিত্তিপ্রস্তর নাড়িয়ে দিয়েছে, বাধ্য করেছে জীবনযাত্রায় মৌলিক পরিবর্তন আনতে।

করোনা ভাইরাস যেমন শ্বাসনালীর মাধ্যমে একজন আক্রান্ত ব্যক্তির থেকে অন্যদের মধ্যে সংক্রমণ করতে পারে, তেমনি করোনা ভাইরাস সংবলিত হাত বা রুমাল অথবা অন্যান্য বস্তু যদি চোখের সংস্পর্শে আসে তাহলেও চোখের মধ্য দিয়ে করোনা সংক্রমিত হতে পারে। করোনা ভাইরাস সংবলিত বা বায়ু বা বাষ্পকণা যদি চোখের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলেও ভাইরাসটি সংক্রমণ করার ক্ষমতা রাখে। এটিকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় **Conjunctivo-aerosol Transmission** বলা হয়।

এমতবস্থায়, চোখের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে এবং চোখের মাধ্যমে সংক্রমণ রুখতে নিম্নলিখিত অভ্যাসগুলি মেনে চলতে হবে :

1. প্রত্যেকবার বাইরে থেকে বাড়িতে আসার পর পরিচ্ছন্ন জল দিয়ে অন্তত পাঁচ মিনিট ধরে চোখ পরিষ্কার করতে হবে।
2. সংক্রমণ করতে পারে এমন কোনো কাপড় বা নিজের হাত চোখে না দেওয়া।
3. Contact Lens ব্যবহার থেকে বিরত থাকা।
4. চোখের ভিতর Sanitizer পড়লে চোখে Chemical keratoconjunctivitis হতে পারে। তাই সে সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করা।

সবশেষে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই অতিমারির মধ্যেও চোখের অন্যান্য দৃষ্টিঘাতী রোগ যেমন ডায়াবেটিস ও ব্লাডপ্রেসার থেকে রেটিনার সমস্যা, গ্লুকোমা, চোখের ক্যান্সার – এগুলো কিন্তু থেমে থাকেনা।

তাই এই ধরনের চোখের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির শত অসুবিধা সত্ত্বেও চোখের ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিতে ভুলবেন না।
দৃষ্টিশক্তি প্রকৃতির অমূল্য দান। করোনা অতিমারির আবহে এই অমূল্য সম্পদকে যেন আমরা হারিয়ে না ফেলি।

আয়ুর্বেদ

ভেষজ উদ্ভিদ ব্যবহার, সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক

গুরুত্ব ও গবেষণা

ডঃ মোহনলাল ঘোষ, M.Sc (Gold Medalist), Ph.D
Trained in Medicinal & Aromatic Plants (Vienna)
প্রাক্তন অধ্যাপক (উদ্ভিদবিদ্যা), বি.এন কলেজ ও হুগলী
মহসীন কলেজ; গবেষক ও বিশিষ্ট সমাজসেবী

চিকিৎসাসাশ্ত্রে ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার খৃষ্টপূর্ব প্রায় ৬০০০ বছর আগে আত্মপ্রকাশ করেছিল। প্রাচীন সভ্যতায় এই সকল উদ্ভিদের ব্যবহার দেখা যায়। চীন ও ইরাকে বৃক্ষপূজা, মন্দির ও সমাধিস্থলে বৃক্ষরোপণ এর নিদর্শন। বৈদিক ভারতে প্রাচীন গ্রন্থ চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতায় প্রায় ১৩০০ শত বনৌষধির উল্লেখ আছে। ঊনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের প্রভাবে ভারতে ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার ও অনুসন্ধান অনেকাংশে কমে যায়। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মানুষ কৃত্রিম ও যুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করতে পারে, তার সাথে এর উচ্চমূল্য যে সাধারণের নাগালের বাইরে তাও বুঝতে পারে। ফলস্বরূপ বাঁচার পথ খুঁজতে মানুষ আবার সেই চিরাচরিত ভেষজ উদ্ভিদের কাছেই ফিরে আসে। ১৯৭০ সাল থেকে ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার, গবেষণা ও প্রসারে ভারতসহ বিভিন্ন দেশে একটা জোয়ার আসে। ১৯৭৫ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা জানায় জনকল্যাণের জন্য সকল দেশের উৎপন্ন ভেষজ উদ্ভিদ দ্বারা করা চিকিৎসা বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে কাজে লাগাতে হবে। পরবর্তীকালে ১৯৮০ সালের সমীক্ষায় ঐ সংস্থা জানিয়ে দেয় যে, বিশ্বে আশি শতাংশ মানুষ ভেষজ উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। এরপর ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্পদ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সরকারী, বেসরকারী উদ্যোগে নানা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে ভেষজ উদ্ভিদের বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিকাশ ও ব্যবহারে সচেষ্ট হন। এই সকল উদ্ভিদ যাতে ঠিকভাবে উৎপন্ন হয়, বাজারে লাভজনক ফসল হিসাবে চাষিরা বিক্রী করতে পারে এবং প্রযুক্তি ও গবেষণার মাধ্যমে যাতে ভেষজ উদ্ভিদশিল্প আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষ স্থান দখল করে নিতে পারে তার জন্য ২০০০ সালের জুলাই মাসে ভারত সরকার “ভেষজ উদ্ভিদ পর্যদ” এবং ২০০২ সালে রাজ্যস্তরে “রাজ্য ভেষজ উদ্ভিদ পর্যদ” গঠন করে। এই সকল পর্যদের মাধ্যমে ভেষজ উদ্ভিদের চাষ পদ্ধতি, সংরক্ষণ, উচ্চমানের বীজ ও চারাগাছ উৎপাদন এবং গবেষণার মাধ্যমে যাতে জানা যায় কোন্ ভেষজ উদ্ভিদে কি ধরনের জৈব রাসায়নিক থাকে, কোন্ সময়ে ওই সক্রিয় ঔষধিগুণসম্পন্ন রাসায়নিকের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী হয়

ইত্যাদি। পর্যদ ৩২ টি ভেষজ উদ্ভিদের উপর বিশেষ করে গুরুত্ব দিতে বলেছে যেগুলি আন্তর্জাতিক বাজারে লাভজনক ফসল হিসাবে বিশেষ স্থান লাভ করেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – বেল, কালমেঘ, বাতমূলি, ব্রাহ্মী, সফেদমুসলি, সেনা, আমলা, গুড়মার, জটামুন্সি, তুলসী, জুঁইআমলা, ইসবগুল, পিপল, সর্পগন্ধা, অশোক, চন্দন, চিরতা, গুলঞ্চ ও অশ্বগন্ধা।

আমাদের দেশে প্রায় ৪৫০০০ উদ্ভিদের মধ্যে ৩৫০০ প্রজাতির উদ্ভিদের মধ্যে ভেষজ গুণ আছে। বিশ্বের ২৪ টি হটস্পট -এর মধ্যে ভারতে ৪ টি হটস্পট বর্তমান (পূর্ব হিমালয়, পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, বার্মা অঞ্চল ও সুন্দরবন) যেখানে সামগ্রিক জীববৈচিত্র্য ও বহুল পরিমাণে স্থানীয় উদ্ভিদ প্রজাতির সম্ভার আছে। ভারতের বাজারে এইসকল উদ্ভিদের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়ছে এবং ভেষজ ঔষধ তৈরীর প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলো তাদের চাহিদাপূরণের জন্য অবৈজ্ঞানিকভাবে এইসকল মূল্যবান বনজ সম্পদ ধ্বংস করছে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শিল্পের প্রসার, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং পরিবেশ দূষণের জন্যেও অনেক উদ্ভিদের নীরবে অবলুপ্তি ঘটছে।

এই অবস্থায় ভেষজ উদ্ভিদ নিয়ে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, গবেষণাগারে, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় আরও বেশি গবেষণার প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীমহল, কৃষক সম্প্রদায়, উদ্যোগপতি, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সরকারের মিলিত প্রচেষ্টায় সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান করা দরকার। এর ফলে একদিকে যেমন বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদ তথা ভেষজ উদ্ভিদের সদ্যব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে জনগণের কাছে বার্তা পৌঁছবে, অন্যদিকে কম খরচে পতিত ভূমিতে ভেষজ উদ্ভিদের সংরক্ষণ ও চাষের মাধ্যমে পতিত জমির পুনরুদ্ধার এবং ভেষজ উদ্ভিদজাত ক্ষুদ্রশিল্প গঠনে সাহায্য করবে। এইভাবে ভেষজ উদ্ভিদ লাভজনক ফসল হিসাবে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তরান্বিত করবে ও মানুষের কল্যাণে সাহায্য করবে।



অশ্বগন্ধার মূল



কালমেঘ

সৌরজগত

বৃহস্পতি নিয়ে কিছু কথা

আমাদের সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ হল বৃহস্পতি (জুপিটার)। সূর্য থেকে পঞ্চম কক্ষপথে অবিরাম ঘূর্ণনরত অবস্থায় আছে এটি। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দীতে ব্যাবিলনীয়ান জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম এই গ্রহ অবলোকন করেন। এটি একটি গ্যাসীয় গ্রহ। এর বায়ুমণ্ডলের মোট শতাংশের ৮১ ভাগ হাইড্রোজেন, ১৭ ভাগ হিলিয়াম এবং ০.১ ভাগ জল আছে।

এই পর্যন্ত আটটি মহাকাশযান বৃহস্পতির পাশ দিয়ে ভ্রমণ করেছে। তারা হলো, Pioneer 10 & 11, Voyager 1 & 2, Galileo, Cassini, Ulysses, এবং New horizons mission.

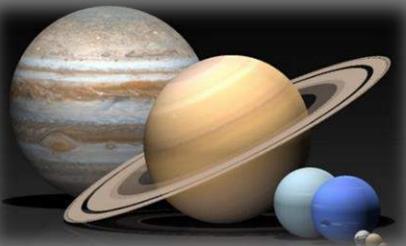


বৃহস্পতি কত বড় ?

তুলনা করার জন্য আমরা পৃথিবীকে নিতে পারি। জুপিটার এর ভর পৃথিবীর ভরের তুলনায় প্রায় ৩১৮ গুণ বেশি। দাঁড়ও, ব্যাপারটা আরেকটু খোলসা করি। বৃহস্পতির ভর সূর্যের ভরের মাত্র ১০৪৭ ভাগের এক ভাগ। মানে, এর ভর যদি আরেকটু বেশি হতো, তাহলে এর আভ্যন্তরীণ মহাকর্ষ হাইড্রোজেন পরমাণুগুলোকে ধরে হিলিয়াম বানিয়ে দিতো, আর তার সাথে উৎপাদিত হতো ফোটন বা আলো। অর্থাৎ, আরেকটু হলেই নক্ষত্রে পরিণত হতো বৃহস্পতি। কার্ল সেগান তার কসমস সিরিজে বৃহস্পতিকে বলেছিলেন “ব্যর্থ নক্ষত্র (a star that failed)”। উনি বলেছিলেন, বৃহস্পতির ভর আরেকটু বেশি হলে হয়তো আমরা দ্বি-নাক্ষত্রিক সৌরজগতের বাসিন্দা হতাম, রাত জিনিসটা এখনকার চেয়ে আরো দুর্লভ হয়ে যেতো।

সোজা কথায় বলতে গেলে, ১৩২১ টি পৃথিবী খুব সহজেই বৃহস্পতির মধ্যে ঝুঁটে যাবে।

ভরটা আসলে কত বেশি, সেটা বোঝার জন্য আরেকটা তথ্য দিলাম। কোনো গ্রহের মায়া কাটিয়ে মহাশূন্যে চলে যাওয়ার জন্য যে বেগ লাগে, সেটাই সেই গ্রহের মুক্তিবেগ। যে গ্রহের ভর যত বেশি, সে তত বেশি মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে রাখতে পারবে। পৃথিবীর ক্ষেত্রে, এই মায়া কাটাতে চাইলে সেকেন্ডে ১১ কিমি মুক্তিবেগ লাগবে। আর বৃহস্পতির জন্য লাগবে সেকেন্ডে ৫৯ কিলোমিটার, নইলে বৃহস্পতিতেই আটকে থাকতে হবে।



বৃহস্পতির গতি

আমাদের সৌরজগতে যতগুলো গ্রহ আছে, সেগুলোর মধ্যে নিজ অক্ষে সবচেয়ে দ্রুত প্রদক্ষিণ করে এই গ্রহটা (প্রায় দশ ঘন্টা), আর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে এর পৃথিবীর হিসেবে প্রায় ১২ বছর সময় লাগে।

Great Red Spot

জুপিটারে একটি লাল বিশাল বৃত্তাকার অংশ ঘূর্ণনরত অবস্থায় দেখা যায়। এটি হচ্ছে একটি দৈত্যকার ঘূর্ণিঝড়। একে “Great Red Spot” বলা হয়। পৃথিবীর মত ২/৩ টে গ্রহ শুধু ঐ ঘূর্ণির মধ্যেই ঢুকে যাবে, বৃহস্পতিতেই পারছে কি অবস্থা! এই ঝড়টি প্রায় ৩৫০ বছর ধরে চলছে।



বৃহস্পতির উপগ্রহ

বৃহস্পতির বলয় চারটি ধাপে বিভক্ত। কিন্তু এগুলোর ঘনত্ব এতই পাতলা যে খালি চোখে দেখা যায় না। বৃহস্পতির বলয়ের কথা প্রথম জানতে পারা যায় ১৯৭৯ সালে, জানায় ভয়েজার ১ মহাকাশযানটি।

বৃহস্পতির চাঁদ আছে মোট ৬৭ টি। ভাবতেই কেমন জেনে লাগে, তাই না? এদের মধ্যে চারটি প্রধান চাঁদ হলো ইউ, ক্যালিস্টো, ইউরোপা, এবং গ্যানিমিড, এদেরকে গ্যালিলীয় চাঁদ বলা হয়, কারণ এদেরকে প্রথমবারের মত দেখেছিলেন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি। তিনি এদের নামকরণ করেন “Medicean stars”. পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা তাঁর নামানুসারে এদের একত্রে নাম দেন “Galilean satellites”. এখানে একটি ব্যাপার উল্লেখ্য যে, Ganymede নামক চাঁদটি পুরো সৌরজগতেরও সবচেয়ে বড় চাঁদ। আর আমাদের এই সৌরজগতে, পৃথিবী ছাড়া আর যে জগতগুলোতে প্রাণ থাকার সম্ভাবনা আছে বলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, তার মধ্যে অন্যতম প্রার্থী হচ্ছে ইউরোপা।

কেন বৃহস্পতির কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত?

সৌরজগতের ইতিহাস বেশ হিংস্র। বিভিন্ন মহাজাগতিক বস্তু উড়ে এসে পৃথিবীতে সৃষ্টি হওয়া প্রাণকে ধ্বংস করে দিত যদিনা বৃহস্পতি থাকত।

সূর্যের পরেই এই সৌরজগতের সবচেয়ে বড় জগৎ হচ্ছে বৃহস্পতি। আর যখনই কোনো গ্রহাণু বা ধূমকেতু উড়তে উড়তে সৌরজগতের ভেতরের দিকে ঢুকে পড়ে, তখন বিভিন্ন গ্রহের মহাকর্ষ তাকে নিজের দিকে টানে। সেগুলোর অনেকগুলোই নিশ্চিতভাবে বৃহস্পতির দিকে ছুটে গেছে, তার দানবীয় আকারের কারণে। বৃহস্পতি নিজে বুলেট খেয়ে তার ছোটো ভাইদেরকে বাঁচিয়েছে। সৌরজগতের এই আত্মত্যাগকারী বড় ভাইয়ের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ !

মহাশ্বেতা দত্ত, পার্শ্ব শিক্ষিকা

ভারত দর্শন

তুষার তীর্থ অমরনাথ

কৃষ্ণা সিং সর্দার, সহ শিক্ষিকা

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে বড়ই বৈচিত্র্যময় এই ভারতভূমি। যার একদিকে চিরতুষারাবৃত দেবতান্না হিমালয় তো অন্যদিকে নীল জলরাশি সমৃদ্ধ সমুদ্র, মহাসমুদ্র। কি নেই এই পুণ্যভূমিতে? গভীর সবুজ বনানী, ধু ধু বালিয়াড়ি, তরঙ্গমুখর শ্রোতস্বিনী, মুনিঋষিদের তপোবন আর দেবতাদের নিবাসস্থল অসংখ্য দেবমন্দির। আছে জাতি, জনজাতি আর কালের শ্রোতে প্রবাহমান জনজীবন। শ্রৌতত্বের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে মনে হয় সকল দেশের সেরা আমার জন্মভূমির প্রতিটি প্রান্তরে সশরীরে উপস্থিত হতে পারব তো? নতুবা মানস ভ্রমণেই শেষ হয়ে যাবে আমার পথ চলা? শুনেছিলাম আমার প্রপিতামহ পদব্রজে গিয়েছিলেন রামেশ্বরম সেতুবন্ধ (তামিলনাড়ু)। কি জানি রক্তে হয়তো ভ্রমণের টান থেকেই যায়। তারই ফলশ্রুতি সুদূরের হাতছানিতে ছোট্ট গৃহকোণ থেকে বেরিয়ে পড়া।

এই শতকের গোড়ার দিকে ভূস্বর্গ অর্থাৎ কাশ্মীর তখন জঙ্গিহানায় বিধ্বস্ত, জনজীবন বিপর্যস্ত, কার্যু, হরতাল আর সেনাদের ভারী বুটের আওয়াজে শ্রীনগরের প্রাণকেন্দ্র লালচক্ক স্তব্ধ। দূরদর্শন, বেতার, সংবাদপত্রে প্রাতিনিয়ত পরিবেশিত ও প্রকাশিত হচ্ছে কাশ্মীরের সংবাদ। তবুও মন থেকে সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলেই উঠে বসলাম কলিকাতা স্টেশন থেকে জম্মু-তাওয়াই ধরে জম্মুর উদ্দেশ্যে। যাত্রাপথ ২৬৩২ কিমি। সময়টা ২০১৩ সালের জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। সঙ্গী আমার মত কিছু তীর্থপিপাসু আর আমার কনিষ্ঠা কন্যা আত্রেয়ী। গন্তব্য পবিত্র অমরনাথ গুহায় জ্যোতির্ময় শিবলিঙ্গ দর্শন।



পবিত্র অমরনাথ গুহা, তুষারাবৃত হিমালয়ের কোলে অবস্থিত। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৩ হাজার ফুট উচ্চতায় এই গিরিগুহার দৈর্ঘ্য ৫২ ফুট, প্রস্থ ৫০ ফুট এবং উচ্চতা ৩৬ ফুট। গুহার মাথায় জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে ফাটলের মধ্য দিয়ে এসে প্রায় ৭-৮ ফুট উঁচু বরফের শিবলিঙ্গ তৈরী করে। ভক্তদের কাছে ইনি বরফাণী বাবা।

পৌরাণিক উপাখ্যান অনুসারে মাতা পার্বতীর অনুরোধে দেবাদিদেব মহাদেব অমরত্বের বাণী শুনিয়েছিলেন এই নির্জন-পবিত্র গিরিগুহায়। তাই এর নাম অমরনাথ গুহা। সঙ্গে ছিল গুপ্তভাবে দুই কবুতর। এক মুসলিম মেঘপালক এই গুহা আবিষ্কার করেন। তারপর যুগ যুগ ধরে বহু তীর্থযাত্রী এই গুহার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। ১৮৯৮ সালে স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে নিয়ে এই গুহাদর্শন করেন। এখানে মূলত দেবদর্শন হয় শ্রাবণী পূর্ণিমায়।

যাইহোক জম্মুতে নেমে কাটরাগ বৈষ্ণবদেবী মাতাকে দর্শন করে চললাম অমরনাথের উদ্দেশ্যে। থুম্পু থেকে শ্রীনগর সড়ক পথে ২৬৬ কিমি, সেখান থেকে পহেলগাঁও ৯৭ কিমি। তারপর ১৬ কিমি দূরে চন্দনবাড়ি – উচ্চতা ৯৫০০ ফুট।

মূল যাত্রাপথ এখান থেকেই। দুই ভাবে যাত্রা, পদব্রজে আর ঘোড়ার পিঠে। আমি আর কন্যা দ্বিতীয় পথই বেছে নিলাম।



চন্দনবাড়ি থেকে ৩৪ কিমি দূরে অমরনাথ গুহা। পথিমধ্যে পহেলগাঁওতে চলল স্বাস্থ্য পরীক্ষা, তীর্থ যাত্রীগণের গুহা দর্শনের সরকারী অনুমতিপত্র পরীক্ষা। সমস্ত পর্ব পেরিয়ে সকাল আটটায় “জয় শিবশঙ্কু”, “জয় মাতা পার্বতীর জয়” বলে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলাম। পাশে বয়ে চলেছে লিডার নদী, উপত্যকা ভূমি অসম্ভব সুন্দর।



আমাদের অমরনাথ যাত্রার সরকারী অনুমতিপত্র



পাইন দেবদারু বন ও সংকীর্ণ পাহাড়ী পথ ধরে এলাম পিসুটপ। ইংরেজি 'Z' অক্ষরের মত রাস্তা। যাত্রীরা এক মনে খাড়াই পথ ধরে চলেছেন ধীরে ধীরে।

“মাতাজী আগে হায়, মাতাজী পিছে হায়”- ঘোড়াওয়ালার সাবধান বানী। ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়ের মুখে সামনে ঝুঁকে আর উৎরাই-এ পিছনের দিকে ঝুঁকে বসতে হয়। পথে নির্ঝরনী, মেঘ রৌদ্রের খেলা দেখতে দেখতে বেলার দিকে এসে পৌঁছালাম শেফনাগ হ্রদের ধারে। এখানে পড়েছে অনেক যাত্রীর তাঁবু।



শেফনাগ হ্রদ

পথে অনেক লঙ্গরখানা-যেখান থেকে বিনামূল্যে খাদ্য, ওষুধপত্র দিয়ে নিরন্তর সেবা করে চলেছে ভিন্ন প্রদেশীয় স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকারা। আর অতদূর ভারতীয় সেনা জওয়ানরা রয়েছে, যাদের সতর্ক দৃষ্টি তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা রক্ষা। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে পরিবর্তিত ঘোড়ায় চেপে আবার যাত্রা শুরু করলাম। অসম্ভব খাড়াই রাস্তা, বারফগলা জল পেরিয়ে এলাম মহাগুনাশ বা মহাগণেশ, কনকনে ঠান্ডায় হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কেঁপে যাচ্ছে আর অসম্ভব জল তেষ্ঠা পাচ্ছে। বিকেলের মধ্যে এসে পৌঁছালাম পঞ্চতরনী, এখানেই তাঁবুতে রাত্রি যাপন। ঘাড়ে, পিঠ,কোমরে অসহ্য যন্ত্রনা, ক্লান্তিতে চোখ জুড়িয়ে আসছে। কাদার মধ্যেই ঘোড়া থেকে নেমে তাঁবু খুঁজে ঢুকে পড়লাম আমরা কজন। দিনাবসানে দিনমণি পঞ্চতরনীকে ঘিরে রাখা বরফ আচ্ছাদিত পাহাড়ের কোলে টুক করে লুকিয়ে পড়ল। তাঁবুর মধ্যে যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় শুনতে পেলাম পঞ্চতরনীর কুল কুল শব্দ।

পঞ্চতরনী আসলে পর্বতের কন্দর থেকে নেমে আসা পাঁচটি জলধারা- ভীমা, ভগবতী, সরস্বতী, ঢাকা, বগশিরা একসঙ্গে মিশেছে এই স্থানে। তাঁবুর মধ্যে নীচে 10ইঞ্চি মোটা গদি আর গায়ে দেবার জন্য 6 ইঞ্চি মোটা লেপা আপাদমস্তক গরম কাপড়ে মোড়া আমরা কজন তাঁবু মধ্যে। অন্যান্য তীর্থযাত্রীরা দল বিচ্ছিন্ন। রাত্রির অন্ধকার যতই ঘনীভূত হতে লাগল ততই টের পেলাম ঠান্ডা কাকে বলে। তারমধ্যে মাঝরাতে নামল বৃষ্টি। তাঁবুর ক্ষীণ আলোয় হাত ঘড়িতে দেখলাম তখন রাত 2টা।

পরদিন ভোর হতে না হতেই যাত্রীরা সব রওনা দিয়েছেন গুহা অভিমুখে। আমি ও অন্যান্য সঙ্গীরা রওনা দিলাম সকাল আটটায়। ওহ্ ! আর তো মাত্র 6 কিমি, কিন্তু কে জানত সেই রাস্তা যেমন সংকীর্ণ তেমন কর্দমাক্ত। উপরন্তু অব্যাহত ঘোড়া, যে শুধু পা ফেলে ফেলে রাস্তার ধারে খাদের দিকে হাঁটছে। ভয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছি। চোখ খুলে একবার দেখলাম ভয়ঙ্কর অতলস্পর্শী খাদ। মনের মধ্যে ইষ্ট নাম জপ করতে করতে বেলা 12টা নাগাদ ঘোড়া চালক আমাদের নামিয়ে দিল সঙ্গমের সামনে ধু ধু বরফ আর খলখল ছলছল করে বয়ে যাওয়া অমর গঙ্গা নদী।

প্রায় 1 কিমি বরফের উপর দিয়ে হেঁটে এসে পৌঁছালাম গুহা মন্দিরের সম্মুখ ভাগে। এখন 500 সিঁড়ি অতিক্রম করতে হবে। আস্তে আস্তে তাঁকেই স্মরণ করে মূল গুহা মন্দিরে উপস্থিত হলাম। ধূপ দীপের আমোদিত গন্ধ, চতুর্দিকে মন্ত্রচ্চারণ, নৈবেদ্য নিবেদন, আর অগণিত ভক্তের তাঁর নামে জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে তাঁর স্থান দর্শন করলাম। পাশে মাতা পার্বতী ও পুত্র গণেশ সবই বরফাকৃতির। গুহার গাত্র দেওয়ালে দেখলাম জোড়া কবুতর। হে দেবাদিদেব মহাদেব, না জানি কত পুণ্যের ফলে এই দেবস্থান দর্শন। গুহা মন্দির থেকে অসম্ভব চড়াই উৎরাই পেরিয়ে প্রায় 14 কিমি চড়ে নামলাম বানতাল। সেখানে তাঁবুতে রাত্রিযাপন। পরদিন সকালে সোনমার্গ হয়ে শ্রীনগর, অবশেষে কলকাতা।

মূলত ধর্মীয় টানে যাত্রা হলেও ভৃঙ্গুর মাহিমা অপারা। পুণ্যার্থীদের কাছে শঙ্করাচার্যের মন্দির, ক্ষীর ভবানী মন্দির মুখ্য আকর্ষণ হলেও, শ্রীনগরের ডাল লেক, লেকে ভেসে বেড়ানো রঙিন শিকারা, আপেল, চেরীর বাগান, কাশ্মীরি শাল, সর্বোপরি সাধারণ মানুষের জীবনযাপন বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকবে। মনের জানালা খুলে রেখে তোমরাও এই পুণ্যভূমির প্রতিটি ধূলিকনার সঙ্গে একাত্মবোধ করবে, এই আশা রাখি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:- ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ- তীর্থ পরিষেবা; স্বামী সারস্বতানন্দ।

বিশেষ ব্যক্তিত্ব

জিনোম সিকোয়েন্সিং এর অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করে প্রযুক্তিবিদ্যার সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার “মিলেনিয়াম টেকনোলজি” প্রাইজ পেলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় বংশোদ্ভূত রসায়নবিদ স্যার শঙ্কর বালসুব্রহ্মণ্যম ও ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার ডেভিড ক্লেনারম্যান। জিনোম সিকোয়েন্সিং এর স্বীকৃত পদ্ধতি আগে ছিলো সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। এই দুই বিজ্ঞানীর “সোলেক্সা ইলুমিনা নেক্সট জেনারেশন ডিএনএ সিকোয়েন্সিং” পদ্ধতিতে তা অতি অল্প সময় ও খরচে করা সম্ভব। এর ফলে সহজেই জিনের গঠনবিন্যাস ও চরিত্র বোঝা যাবে, যা দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসায় এবং মহামারী রুখতে সাহায্য করবে।



জিওলজিক্যাল সোসাইটি অফ আমেরিকার ফেলোশিপ পেলেন বিজ্ঞানী অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। সোসাইটির ১৩৩ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো ভারতীয় এই সম্মান পেলেন। খড়গপুর আই আই টির অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অভিজিৎবাবুর গবেষণার বিষয় ভূগর্ভস্থ পানীয় জলের দূষণ। ২০২০ সালে তিনি “শান্তিস্বরূপ ভাটনগর” পুরস্কার পান আর্থ অ্যাটমোস্ফিয়ার ও শান অ্যান্ড প্ল্যানেটারি সায়েন্স -এ।

কল্পনা চাওলার পর ভারতে জন্মগ্রহণ করা দ্বিতীয় মহিলা হিসেবে মহাকাশে পাড়ি দিলেন শিরীষা বান্দলা। ভার্জিন গ্যালাক্টিকের প্রতিষ্ঠাতা শিল্পপতি রিচার্ড ব্র্যানসনের উদ্যোগে এই অভিযানে শিরীষার সহযাত্রী ছিলেন ব্র্যানসন-সহ আরও পাঁচজন মহাকাশচারী। এই সফর মহাকাশ পর্যটনে নতুন পথ দেখাতে পারে। এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার শিরীষার জন্ম অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুরে। পড়াশোনা ও বেড়ে ওঠা মূলত আমেরিকার হিউস্টনে।



কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন অনীশ দেব (১৯৫১-২০২১)। অধ্যাপনার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা করেছেন আজীবন। বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞানকে যাঁরা জনপ্রিয় করেছিলেন, তাঁদের অন্যতম অনীশ দেব। গোয়েন্দা, স্থিলার, ভূতের গল্প ছাড়াও কিশোরপাঠ্য বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। লিখেছেন ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যার উপর বইও। সম্পাদনার কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগর পুরস্কার, প্রাচীন কলাকেন্দ্র সাহিত্য পুরস্কার ও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

পরশ পাথর



“Our actual enemy is not any force exterior to ourselves, but our own crying weakness, our cowardice, our selfishness, our hypocrisy, our purblind sentimentalism.”

- Sri Aurobindo Ghosh

“Life loses half its interest if there is no struggle, if there are no risks to be taken.”

- Netaji Subhas Chandra Bose

রূপা ঘোষ, প্রধান শিক্ষিকা

শরীরচর্চা

প্রাচীনকালে মুনিঋষিরা যোগাসনের অভ্যাস শুরু করার আগে শক্তির উৎস সূর্যদেবতার আরাধনা করতেন। কারণ তাঁরা মনে করতেন সূর্যের মধ্যেই আমাদের জীবনের সব শক্তি নিহিত। তাঁরা অঙ্গসঞ্চালনের মাধ্যমে শরীরকে যোগাসনের উপযোগী করে তুলতেন। তার থেকেই সূর্য নমস্কার বা সূর্য প্রণাম ব্যায়ামটির জন্ম। পরপর দশটি ভঙ্গিমা করলে তবেই সূর্য নমস্কার সম্পূর্ণ হয়।



আরম্ভের অবস্থান :

সোজা হয়ে সাবধানে দাঁড়িয়ে হাতদুটোকে বুকের সামনে এনে জড়ো করে নমস্কার ভঙ্গি করতে হবে।

1. আরম্ভের অবস্থান থেকেই হাতদুটোকে উপরে তুলে কোমর থেকে শরীরের উপরিভাগকে ভেঙ্গে পিছনের দিকে নিয়ে অর্ধচন্দ্রাসনের ভঙ্গিতে আনতে হবে। হাতের তালু উপরের দিকে থাকবে।
2. এরপর সোজা হয়ে কোমর ভেঙ্গে শরীরটাকে সামনে নীচে নিয়ে এসে হাতের তালুকে পায়ের দু'পাশে রাখতে হবে। কপাল হাঁটুর কাছে ও বুকটা উরুর কাছাকাছি থাকবে।

3. আগের ভঙ্গিমা থেকেই ভেঙ্গে বসে ডান পায়ের হাঁটু না ভেঙ্গে সোজা পিছনে ছড়িয়ে দিতে হবে। দুটো হাতের মাঝখানে বাঁ হাঁটুটা থাকবে ও শরীরের ওজন হাতের তালুদুটোতে রাখতে হবে। পিঠটাকে বাঁকিয়ে বুকটাকে সামনের দিকে রেখে মাথাটাকে একেবারে পিছনে নিয়ে যেতে হবে।

4. তিনের ভঙ্গিমা থেকেই বাঁ পা কে সোজা করে পিছনে ছড়িয়ে দিয়ে ডান পায়ের লাইনে নিয়ে গিয়ে নিতম্বকে উপরে তুলতে হবে। মাথাটাকে হাতের মধ্যে আনতে হবে ও পায়ের গোড়ালিকে মাটিতে ঠেকাতে হবে।

5. চারের ভঙ্গিমা থেকে হাতের কনুই ভেঙে শরীর মাটির কাছাকাছি নামাতে হবে। শরীরের ওজন হাতের তালু ও পায়ের পাতার উপর রাখতে হবে। কপাল, বুক ও হাঁটু মাটি স্পর্শ করবে।

6. পাঁচের ভঙ্গিমা থেকে হাতের কনুই সোজা করে বুক সামনে তুলে পিঠটাকে বাঁকিয়ে মাথাটাকে পিছনে নিয়ে যেতে হবে।

7. ছয়ের ভঙ্গিমা থেকেই হাত ও পা সোজা করে নিতম্বকে উপরে তুলতে হবে। মাথাটাকে হাতের কাছে আনতে হবে ও পায়ের গোড়ালিকে মাটিতে ঠেকাতে হবে।

8. সাতের ভঙ্গিমা থেকে হাঁটু ভেঙ্গে হাত ও বুকের মধ্যে রাখতে হবে। বাঁ পায়ের হাঁটু না ভেঙ্গে পিছনে সোজা ছড়িয়ে দিতে হবে। বুকটাকে সামনে তুলে পিঠটা বাঁকিয়ে মাথাটা সম্পূর্ণ পিছনে দিতে হবে।

9. আটের ভঙ্গিমা থেকেই বাঁ পাকে সামনে ডান পায়ের লাইনে দুই হাতের মধ্যে আনতে হবে। হাঁটু ও হাত দুটোকে সোজা করে দুইয়ের ভঙ্গিমাতে আসতে হবে।

10. নয়ের ভঙ্গিমা থেকেই হাতদুটো তুলে মাথার পিছনে নিয়ে গিয়ে আবার একের ভঙ্গিমাতে আসতে হবে। তারপর দশের ভঙ্গিমা থেকে আরম্ভের অবস্থানে আসতে হবে।

খেলাধুলা



টোকিয়ো অলিম্পিক 2020



টোকিয়ো অলিম্পিকে ভারতীয় অ্যাথলেটিক্স-এর ইতিহাসে লেখা হল নতুন অধ্যায়। জ্যাভলিন থ্রো -এ সোনা জিতলেন ২৩ বছরের হরিয়ানার যুবক নীরজ চোপড়া। অলিম্পিকের এত বছরের ইতিহাসে অ্যাথলেটিক্সে এটি ভারতের প্রথম সোনা।



টোকিয়ো অলিম্পিকের প্রথম দিনেই ভারতলনের ৪৯ কেজি বিভাগে রৌপ্য পদক জিতলেন ভারতের মীরাবাই চানু। কণ্ঠম মালেশ্বরীর পর চানু দ্বিতীয় ভারতীয় মহিলা যিনি অলিম্পিকে ভারতলনে দেশকে পদক এনে দিলেন।

প্রথম ভারতীয় মহিলা অ্যাথলিট হিসাবে পরপর দুটি অলিম্পিকে পদক জিতে ভারতের সর্বকালের সেরা মহিলা অ্যাথলিট হলেন ব্যাডমিন্টন তারকা পি ভি সিন্ধু। টোকিয়ো অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক জিতলেন তিনি। ২০১৬ তে রিও অলিম্পিকে রৌপ্য পদক জিতেছিলেন তিনি।



- ✚ এছাড়া কুস্তিতে রবি দাহিয়া সিলভার , বজরং পুনিয়া ব্রোঞ্জ , বক্সিং-এ ৬৯ কেজি- বিভাগে লভলিনা বরগোহাঁই ব্রোঞ্জ জিতেছেন।
- ✚ ৪১ বছর পর জার্মানিকে হারিয়ে অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জিতল ভারতীয় হকি দল।
- ✚ টোকিয়ো অলিম্পিকে ভারতের মোট পদক সংখ্যা ৭ টি (১ টি সোনা , ২ টি রূপো , ৪ টি ব্রোঞ্জ)



ইউএফএ ইউরো কাপ ২০২০ চ্যাম্পিয়ন ইতালি

১৯৬৮ সালের পর প্রথমবার ইউরো কাপ জিতে ফুটবলে ইউরোপ সেরা হল ইতালি। ইংল্যান্ডের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডকেই টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলো ইতালি। ইতালি পেনাল্টি বাঁচিয়ে নায়ক ইতালির গোলকিপার জিয়ানলুইগি ডোনারুমা।



জুনিয়র উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন এক বাঙালি যুবক : সমীর ব্যানাজী

রমানাথন কৃষ্ণন, রমেশ কৃষ্ণন ও লিয়েগার পেজের পর টেনিসে তৃতীয় ভারতীয় হিসাবে জুনিয়র উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হলেন সমীর ব্যানাজী। ভারতীয় বংশদ্ভূত সমীর আদতে নিউ জার্সির বাসিন্দা। ১৭ বছর বয়সী সমীরের এটা মাত্র দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম।



আর্জেন্টিনার হয়ে কোপা আমেরিকা জিতে মেসির অধরা স্বপ্নপূরণ

দেশের হয়ে প্রথম ট্রফি জিতলেন মহাতারকা ফুটবলার লিওনেল মেসি। ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোর মারাকানা স্টেডিয়ামে ব্রাজিলকেই কোপা আমেরিকার ফাইনালে ১-০ গোলে হারিয়ে ২৮ বছর পর কোনো আন্তর্জাতিক খেতাব জিতল আর্জেন্টিনা।

কেরিয়র গাইড



Job Opportunities for Psychology Masters'

1. Teacher
2. Lecturer
3. Clinical Psychologist-
 - (a) Psychometrist
 - (b) Counselor
 - (c) Psychotherapist
4. School Counselor
5. Vocational Counselor
6. Career Counselor
7. Industrial Psychologist
8. Employment Interviewer
9. Employment Recruiter
10. Consumer Psychologist
11. Public Relation Officer of Multinational Corporations
12. Social Psychologist
13. Military Psychologist
14. Music Therapist
15. Aviation Psychologist
16. HRD – at Industry
17. Health Psychologist
18. Sports Psychologist
19. Forensic Psychologist
20. Criminal Psychologist
21. Community Psychologist
22. Educational Psychologist
23. Psychologist at media / Advertising agencies

জয়ত্ৰী গায়েন, সহশিক্ষিকা

নিজে করি

এসো মাস্ক বানাই



মুঠো মাপের জন্য - বৃত্তের ব্যাস ২৬ সেমি।
মাথার মাপের জন্য - বৃত্তের ব্যাস ২৮ সেমি।
বড়ো মাপের জন্য - বৃত্তের ব্যাস ৩০ সেমি।
এই মাপ অনুযায়ী ট্রান্স কলরে কাপড় কেটে নিতে হবে।



এবার কাপড়টিকে দুই ভাগ করে নিতে হবে, ঠিক ছবির মতো।
পরিমিত দিকে ৫ সেমি মাপে একটি দাগ বসাতে হবে।



বৃত্তের দুই ব্যাসার্ধের দিকে ২.৫ সেমি মাপ করে দাগ টানতে হবে।
এবার ছবির মত করে দাগ টেনে নিতে হবে।



দাগ বরাবর কাপড়টি কেটে নিতে হবে।
এবার ছবিতে চিহ্নিত দাগ বরাবর সেলাই করতে হবে।



সেলাই-এর পর কাপড়টী বা দিবের ছবির মত হবে।
এখন ডান দিবের ছবিতে চিহ্নিত দাগ বরাবর অপরেকটি সেলাই করতে হবে।



এবার কাপড়টিকে ঝলোকা করে সেলাই-এর সিলিংটা চেপে ধরলে দিকে করতে হবে।
সবশেষে কাপড়টির সঙ্গে দুই দিকে ইলাস্টিক সেলাই করে বৃত্তে হবে।
মুঠো মাপের জন্য - ১০ সেমি, মাথার মাপের ক্ষেত্রে ১৯ সেমি এবং
বড়ো মাপের জন্য ২০ সেমি ইলাস্টিক লাগবে।

বর্ণালী মিত্র, সহ শিক্ষিকা

দিদার গল্প



ঝড় খেমে যাবে

দিদা, করোনা ভাইরাস আগে কি ছিল ?

পুপু, করোনা ভাইরাস আগে ছিল কিনা বলতে পারবোনা। তবে মহামারী বহুবার মানবসভ্যতাকে সংকটের মধ্যে ফেলেছিল।



ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্লেগ - কলেরা - স্প্যানিশ ফ্লু মহামারী এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল সেসব দিনে, মনে হয়েছিল মানব সভ্যতা বুঝি ধ্বংস হয়ে যাবে।



শুধু চিকিৎসা বিজ্ঞানের জোরে মানুষ সেইসব মহামারীকে জয় করেছিল।



আমরা এখন কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি পুপু! চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা দিনরাত করোনার বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন। ভরসা রাখো, ঝড় খেমে যাবে। সঙ্কট কেটে যাবে।



করোনা বিদায় হবে।

এই কঠিন সময়ে আমাদের কিছু দায়িত্ব আছে পুপু। আমাদের প্রত্যেকের সেগুলো পালন করা দরকার।



এটা আমি জানি দিদা, আমি বলব --



অকারণে বাইরে বেরোবেনা।



খুব প্রয়োজনে বেরোতে
হলে ভালভাবে নাকমুখ
ঢেকে বেরোবে।



দূরত্ববিধি মেনে চলবে।



সাবান জল দিয়ে
ঘন ঘন হাত
ধোবে।



জ্বর, সর্দিকাশি
হলে চিকিৎসকের
পরামর্শ মেনে
চলতে হবে।

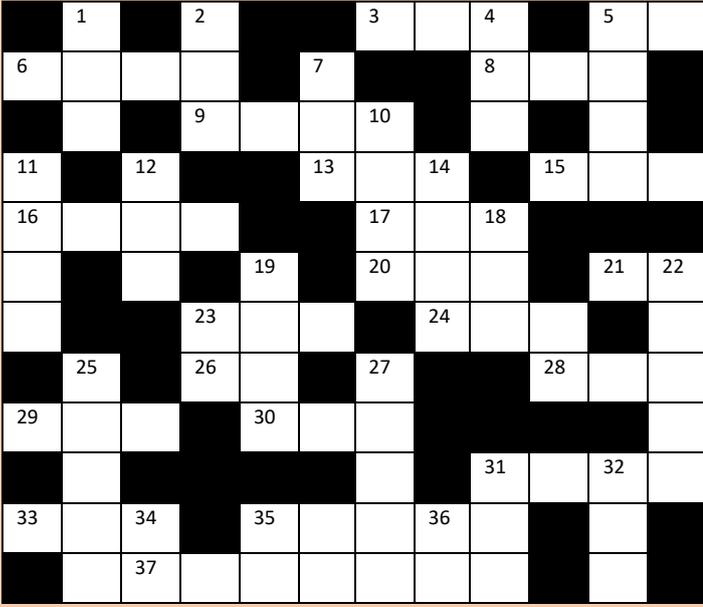


ঠিক , স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে সফট কেটে যাবে।

করোনা ভাইরাস বিদায় হবে।



শব্দজব্দ



ওলটপালট

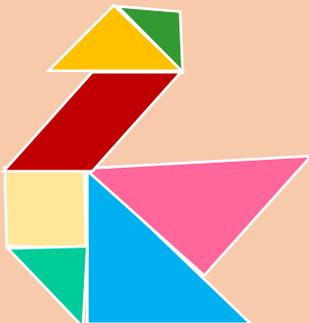
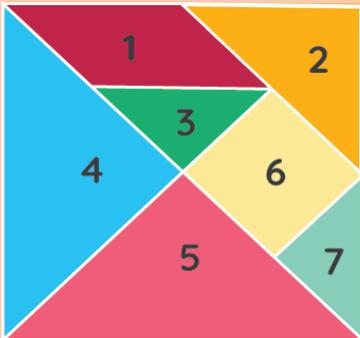
নীচে আছে পাঁচটি শব্দ। প্রতিটি শব্দের অক্ষরগুলি এলোমেলো ভাবে সাজানো। অক্ষরগুলি ঠিকমতো সাজালেই খুঁজে পাবে সঠিক অক্ষরটি।

1. NIPDASEM
2. LADPISY
3. DUAPET
4. NOLIEN
5. NICECAV



ট্যানগ্রাম

ট্যানগ্রাম একটি চাইনিজ খাঁধা যেখানে সাতটি বহুভুজকে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে নানারকম আকৃতি দেওয়া যায়। আজ তোমাদের দেখানো হল সাতটি জ্যামিতিক আকারকে সাজিয়ে একটি হাঁসের ছবি। বাড়িতে চেষ্টা করো এভাবে আরও দুটি প্রাণীর ছবি বানাতে। না পারলে উত্তর দেখে নাও পরের সংখ্যায়।



সংকেত

পাশাপাশি

3. কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার অন্যতম সাথী
5. ঋতু বিশেষ
6. ব্যাঙ প্রভৃতি যে শ্রেণীর প্রাণী
8. শাক বিশেষ, এর ফল সজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়
9. আমগাছ
13. চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি সদাগরের প্রথমা পত্নী
15. সম্পর্কে স্বামীর পিতা
16. মহাভারতের মগধদেশীয় পরাক্রমশালী রাজা
17. মুসলমান ভূত
20. বিশেষ দৃষ্টি, মনোযোগ দেওয়া
21. সংযমী
23. রাখল দেব বর্মাণ সংগীত জগতে যে নামে পরিচিত
24. প্রতিপত্তি
26. ধূলি
28. একরকমের রন্ধনবিশেষ
29. সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণেতা
30. বটগাছ
31. সমুদ্র
33. পরিচ্ছন্ন
35. রূপকথার রাজ্যে যার স্পর্শে মৃত মানুষ বেঁচে ওঠে
36. স্বর্গ

উপর নীচ

1. ভরশূন্যতা
2. রসযুক্ত
4. মুনি
5. চন্দ্র
7. প্রভাত
10. করুণাময়
11. বর্ণপরিচয়ের সাথে সাথে এই সপের সঙ্গে প্রথম পরিচয়
12. জন্তুবিশেষ
14. তুলসীমালার সাহায্যে ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করা
18. _____ মাটি (অল্প রসযুক্ত)
19. শ্রীকৃষ্ণের শত্ৰু
22. নৌসেনার অধ্যক্ষ
25. ঐতিহাসিক স্থানটি অনেক যুদ্ধের সাক্ষী
27. নিম্নপদস্থ
31. বোয়াল মাছ
32. নবোদিত সূর্য
34. দিনের বিপরীত
36. ইন্দ্রিয় বিশেষ

মারপ্যাঁচ

12	+		=	36				
			÷		÷			+
			=	4				23
x			=		÷			=
		6			x	5	=	
=					=			
56		20	-		=	11		
			+		x			x
84	÷		=					13
			=					=
		63	-		=			

কুইজ

বিষয় – ছদ্মনাম

1. ভানুসিংহ কোন্ বিশ্ববিখ্যাত কবির ছদ্মনাম ?
2. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় -এর ছদ্মনাম কি , বলো দেখি ?
3. অনিলা দেবী কোন্ বিখ্যাত লেখকের ছদ্মনাম ?
4. কালকূট নামে পরিচিত কোন্ সাহিত্যিক ?
5. বনফুল কে , জানো কি ?

গত সংখ্যার উত্তর

শব্দজব্দ

অ	ভি	ন	ন্দ	ন				অ	ক্ষু	শ		দা	হ	ন
নু		গ		ন্দি		আ		ন		বে		ন		ব
প	ব	ন		নী	ল	দি	গ	ন্ত		ব	র	ব	নী	নী
			ন্দি			কা				রা				ড
ন	ব	নী	ত	ক		ল	ছি	মী		ত	পো	ব	ন	
জি				ম				ল				ল্লা		
র	মে	শ		ল	ক্ষী	শ্রী		ন	ভো	ম	গু	ল		
		র				না			ম	গে		সে		
ম	রু	ৎ		ম	ন্ম	থ		দে	রা	র		ন	ব	ম
			চ		ল			বা						সা
হে	মে	দ্র	রা	য়		অ	না	দি		গ	গ	ন	চু	স্বী
	খ		ম			ল		দে	ব	র		ত		
ভো	লা	ম	না			ক		ব	র	ষা		ম	গ	জ
জা		ক্ষি		বে				গী				স্ত		মা
লি	পি	কা		ল	ব	ঙ্গ		অ	য়	ন		ক	পা	ট

ক্যুইজ

1. ভোজ দেশের রাজা। কৃষ্ণের পত্নী রুক্মিণীর পিতা।
2. জারুক।
3. রণশত্রু।
4. কর্ণ।
5. রাজগির।

ওলটপালট

1. SCREEN
2. LAPTOP
3. CHAIRS
4. FIELD
5. STUDENT

মারপ্যাঁচ

1. ভবন।
2. বিগ্রহ।
3. সরগম।
4. দারচিনি।

আগামী সংখ্যা থেকে তোমরাও লেখো e-সংযোগে

দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য

বিষয় : সৃজনশীলতার লকডাউন হয়না / No Lockdown for Creativity

অনধিক ১০০ শব্দের মধ্যে বাংলায় / ইংরাজীতে লিখে পাঠাও নিজেদের স্কুলের Whatsapp গ্রুপে ২০ শে আগস্টের মধ্যে। বাছাই করা ৫ টি লেখা স্থান পাবে আগামী মাসের e-সংযোগের পাতায়।

সংশোধনী

গত সংখ্যায় কবি শঙ্খ ঘোষের মৃত্যুদিন ২১ শে এপ্রিল, ১৯২১ ছাপা হয়েছে, ওটি ২১ শে এপ্রিল, ২০২১ হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

e- সংযোগ সম্পাদকীয় নীতি –

- ১। সত্যতা যাচাই করা যাবে এরকম তথ্যই এখানে প্রকাশিত হবে।
- ২। তথ্যগুলির মাধ্যমে কোনরকম রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং বিশেষ আদর্শগত মতামতের প্রচার হবেনা। এছাড়া গোষ্ঠীগত বা জাতিগত ভেদাভেদকে প্রশ্রয় দেয় এমন কোন তথ্য বা বিষয় এখানে স্থান পাবেনা।
- ৩। e-সংযোগ প্রকাশনায় এবং সংশ্লিষ্ট সকল কাজে প্রচলিত নিয়মনীতি ও আইন মেনে চলা হবে।
- ৪। তথ্যগুলি ভারতের জাতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় সংহতি, আত্মত্ববোধ এবং সাম্যের নীতিকে সমর্থন করবে।
- ৫। আগামীদিনে সম্পাদকমণ্ডলী সিদ্ধান্ত নিয়ে বর্তমানে প্রকাশিত বিষয়গুলির পরিবর্তন করতে পারবেন।
- ৬। উপরোক্ত সম্পাদকীয় নীতি অনুযায়ী লেখাই e-সংযোগ এ প্রকাশের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। প্রকাশনার অন্য কোনো নিয়মনীতি এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবেনা।

সম্পাদক মণ্ডলী – রূপা ঘোষ (প্রধান শিক্ষিকা), কৃষ্ণা সিং সর্দার (সহ শিক্ষিকা), মিতুল সমাদার (সহ শিক্ষিকা), পারমিতা চক্রবর্তী (সহ শিক্ষিকা), মধুমিতা মুখোপাধ্যায় (সহ শিক্ষিকা)

অলংকরণ - মিতালী দাশগুপ্ত